চলতি পথের গান

চলতি পথের গান

শ্রীশান্তি পাল



রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৩৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬২
শিল্পী : শ্রীসুনীল পাল

মূল্য এক টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বন্ধুবরেষু

বিশটি বছর কোথায় দিয়ে কেমন ক'রে কাটল ভাই,
আজকে তোমার জন্মদিনে সেই কথাটি ভাবছি তাই।
বিশটি বছর হয়তো মোরা বিশটা দিন তফাত নেই,
একটি দিনের অর্দশনে হারিয়ে ফেলি মনের খেই।
কী সে যাদুমন্ত্র-বলে রত্নাকরে মানিয়ে পোষ,
চোখের কালো পর্দা খুলে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দোষ,
তুললে টেনে পঙ্ক থেকে—ভালবাসায় করলে মাত,
সাহিত্যিকের হাতে তুমি মিলিয়ে দিলে আমার হাত।
বন্ধু, আমি ভুলি নি তা, শোধ করা কি যায় সে ঋণ,
তোমার তালিম না পেলে ভাই কে বাজাত কাব্য-বীণ?
নিজের কথা কও নি কভু, পরের কথা শুনেই যাও,
আপনাকে ভাই গোপন রেখে দু হাত দিয়ে সব বিলাও।
কোথায় এমন দরদী হায়! বার থেকে কে জানবে তায়?
যে এসেছে তোমার কাছে সেই পড়েছে প্রেমের দায়।
পুরাতনে শ্রদ্ধা দিয়ে পথ-ভোলাদের ফিরিয়ে মোড়,
বাণীর কুঞ্জে পদ্ম ফুটাও, ছুটাও ঘেঁটুর স্বপ্নঘোর।
শনিবারের তীর্থ-মেলায় ধরিয়ে দিয়ে সৎ অসৎ,
অভয় দানি, চাবুক হানি, চালাও তোমার বিজয়-রথ।
জ্বলছে ভালে যশের টীকা, বরণ করে সবাই আজ,
গুণী জ্ঞানী শিল্পী মানী ছড়ায় শিরে দূর্বা-লাজ।
চুয়ান্নর এই রঙিন উষায় ভাগ্য শুনায় আশিস্-গান,
পরিয়ে দিলাম তোমার গলায় ছন্দে গাঁথা মাল্যখান।

জাতীয় পতাকা

জাতীয় পতাকা তোমারে নমস্কার।
শান্তির বাণী শুনাও বিশ্বে যুগে যুগে বারবার।
গৈরিকে তব ত্যাগের মন্ত্র, সবুজে তোমার জীবনতন্ত্র,
কর নির্মল শুচি-সুন্দর ভারতের সংসার॥

মাঝখানে নীল অশোকচক্র ঘুরিছে দুর্নিবার
হিংসাশূন্য শৌর্যে ভরিয়া, ভীরুতা দীনতা হীনতা হরিয়া;
হও প্রবুদ্ধ সত্ত্বশুদ্ধ বিনাশ অন্ধকার।
প্রতীক স্বাধীনতার, তোমারে নমস্কার॥

স্বাধীন ভারত

নূতন সূর্য উঠিয়াছে ওই
পূর্ব অচল পারে,
পবিত্র আজি নির্মল তনু
স্নিগ্ধ-কিরণধারে।
জয়—জয়—জয়—জয়!
নূতন অভ্যুদয়!
নূতন যুগের যাত্রা হ'ল রে শুরু,—
দূর হয়ে গেল হৃদয়ের গুরুগুরু,—
অশোকচক্র-লাঞ্ছিত পতাকায়,
নবজীবনের আশার দীপ্তি ভায়,
নির্ভয়ে এস ত্রিবর্ণ ধ্বজাতলে,
নব প্রভাতের দ্বারে।
জয়—জয়—জয়—জয়!
নূতন অভ্যুদয়!

দুর্যোগভরা রাত্রি হয়েছে শেষ,
শঙ্খনিনাদে কম্পিত হোক দেশ।
ভাসাও তরণী দেশ-দেশান্তে শান্তির পারাবারে॥

নূতন যুগের যাত্রী

মুক্তির ডাক আমরা দিয়েছি আগে
সব বন্ধন ভাঙিয়া করেছি জয়,
নূতন আলোক মোদেরি ললাটে জাগে
নূতন যুগের প্রথম সূর্যোদয়।
ঢেলেছি শোণিত মুক্তির হোমানলে,
সব লাঞ্ছনা সহিয়াছি দলে দলে,
দুর্যোগ রাতে ঝঞ্ঝার সাথে
যুঝিয়া আমরা আনিয়াছি বরাভয়।
আমাদের জয়-যাত্রা হয়েছে শুরু,
আমাদেরি শিরে নব দায়িত্ব গুরু,
মহাভারতের বেদিকার মূলে
দিছি অঞ্জলি হৃদিজবাফুলে,
জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কৃষ্টি-কলায় প্রেমে
আমরা করেছি তাহারে মহিমময়॥

১৫ই আগষ্ট

প্রণাম করি আগস্ট পনেরয় ।
আজকে মোদের নূতন জনম
চরম অভ্যুদয়,
আজকে মোদের টুটল বাঁধন
ছুটল সকল ভয় ।
এই আগস্ট পনেরয় ।
অন্ধকার আজ মাথা কুটে—
স্বাধীন দেশের সূর্য উঠে ;—
আলোর জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ে—
সারা ভারতময় ।
এই আগস্ট পনেরয় ।
মুক্তি-যজ্ঞে করল যারা
মহৎ জীবন দান,
আজকে এস সবাই মিলে
তাদেরই গাই গান ;
আজকে স্মৃতির অশ্রুকণায় রে—
আনন্দ-স্রোত বয় ।
এই আগস্ট পনেরয় ॥

শহীদ-তর্পণ

মরণের সাথে করিয়া মিতালি
জীবনেরে যারা হেসে দিল ডালি
গাহি তাহাদের জয়।
তাদের পুণ্য-স্মৃতির পূজায়
বুক হতে যেন আজি মুছে যায়
মরণের মহাভয়।
ভগবানে যারা নামাল কারায়,
স্বদেশে সেবিয়া শোণিতধারায়,
সব লাঞ্ছনা সহি তিলে তিলে
জীবন করিয়া ক্ষয়।
মুক্তিসাধক তাপসের দল
রচি গেল পথ দিয়ে গেল বল
মহামুক্তির ইতিহাসে তারা
করি গৌরবময়॥

এগিয়ে চল্

জীবনের মায়া তুচ্ছ করিয়া
চল্ ভাই তোরা এগিয়ে চল্।
সত্যাশ্রয়ীর শাণিত শস্ত্র
সে কেবল জেনো আত্মবল।
সত্যাগ্রহী, এগিয়ে চল্।

প্রাণ দিলে তবে জাগিবে রে প্রাণ,
গাও জননীর বন্দনা গান ;

তে-রঙা নিশান উচ্চে ধরিয়া
আন্ যুগান্ত তপের ফল।
সত্যাগ্রহী, এগিয়ে চল্।

জাতির ধর্ম রাখিতে বজায়
চাস্ নেক' আর কারো মুখে হায়!
পাপ-খাণ্ডব দহন করিয়া
জ্বাল্ শুদ্ধির যজ্ঞানল।
সত্যাগ্রহী, এগিয়ে চল্॥

কোটি কোটি ভাই এখনো কাঁদিছে,
লাখ লাখ বোন প'ড়ে আছে পিছে,
ধনীর শাসন শোষণ চলিছে,
মুক্তির নামে এ শুধু ছল।
সত্যাগ্রহী, এগিয়ে চল্॥

বিলাস-ব্যসনে ভ'রে গেছে দেশ,
অনাচারীদের এ কি সমাবেশ!
নারায়ণ আজ ঘুমে অচেতন,
দানব দমন করে কে বল্?
সত্যাগ্রহী, এগিয়ে চল্॥

বাড়ে ভুক্, বাড়ে জাল জুয়াচুরি,
ভণ্ড সাধুর বাড়ে জারিজুরি,
কোথায় মানুষ? সাম্যের সামে
কাঁপাবে কে বল্ ভূমণ্ডল?
সত্যাগ্রহী, এগিয়ে চল্॥

উৎসব নহে, উৎসব নহে,
ডাক্ কৃষ্ণেরে কালীয়ের দহে।
নব ভারতের ওরে পথিকৃৎ
সাধের স্বপ্ন কর্ সফল।
সত্যাগ্রহী, এগিয়ে চল্॥

বাঙালী পণ্টনদের উদ্দেশে

চল্ রে চল্ রে চল্
বাংলার সেনাদল।
দুর্মদ রণে দুর্জনে জিনি
হুঙ্কৃতে দলি চল্।

নাশিয়া শক্তি মুক্ত কৃপাণে
এনেছ বিজয় শত অভিযানে,
দৃপ্ত কণ্ঠে গাও সেই গানে—
প্রাণ হোক চঞ্চল।

শুভদিন হের এসেছে আবার
দুর্গম পথে হও আগুসার,
আকাশ বাতাস কাঁপায়ে পাথার,
ভেদিয়া হিম-অচল।

মৃত্যু-সাগর মন্থন ক'রে
জয়-লক্ষ্মীরে নিয়ে এস ঘরে,
জননী মোদের প্রতীক্ষা ভরে
আনন্দে উচ্ছল॥

১৯৪২ আগষ্ট-বিপ্লব উপলক্ষে

ওরে ও বিদেশীর দল—
'ভারত ছাড়' 'ভারত ছাড়'
বলব কত বল্ ?

বিপ্লবেরি আগুন লেগে,
শ্মশানে শিব উঠল জেগে,
শাসন তোদের নাশন হ'ল
ভাঙল রে আগল।

যতই নয়া আইন গড়িস,
যতই ধ'রে জেলে পুরিস,
পারবি না রে রুখতে এবার
ভর-জোয়ারের জল।

মুক্তি-পাগল দেশের মানুষ,
নিদ-মহলে এসেছে হুঁশ,
প্রলয় নাচন নাচছে সবাই
কাঁপছে ধরাতল॥

হবে জয়

হবে জয়, হবে জয়।
এই পথে কর যাত্রা শুরু
নাহি ভয়, নাহি ভয়।
এই প্রাচীন-তীর্থ-দুয়ারে
ডাক দিয়ে লও সবারে,
দিকে দিকে ছোটে অরুণের রথ
দিকে দিকে নবোদয়।
আজি প্রথম উষার আলোকে,
পরাণ মাতিছে পুলকে,
এসো সুন্দর, আনো হে শান্তি,
আনো আনো বরাভয়॥

ও আমার বাংলা দেশ

ও আমার বাংলা দেশ—
তোমার অমল শ্যামল শোভা ভুলায় সকল দুঃখ-ক্লেশ।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস জাগায় প্রাণে গানের রেশ।
তোমার পল্লীভবন মাঝে বধূর মধুর কাঁকণ বাজে,
বনের পাখীর কল-কূজন ভুলায় সকল হিংসা-দ্বেষ।
ওগো আমার বঙ্গভূমি, তোমার কমলচরণ চুমি,
তোমার ধূলি মাখলে গায়ে থাকে নাক' দৈন্য-লেশ॥

আজাদ হিন্দ ফৌজ

'দিল্লী চলো' 'দিল্লী চলো' কহেতে নেতা বীর,—
আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্যাঢ়ো, তোড় ভারত-জিঞ্জির।
দেখো উয়ো ইম্ফল,—
ঘে-রে চলো চল্,—
দুশমন সব সাফ করো হুঁশিয়ার হো ধীর।
মোহন, ধীলন, শা'নওয়াজ—
সায়গল করে কুচকাওয়াজ,—
কহেতি হ্যায় লক্ষ্মীবাই আউর সিং আজমির।
সিধি রাখ্ তলোয়ার,—
নেহেরু-ব্রিগেড ব্যাঢ়,—
তিশ লাখ তেরে খঞ্জর হ্যায় তিশ লাখ লে শির।
এ্যাইসি লড়াই কর্,—
য্যাইসি কোহিমা পর,—
বর্মা, আরাকান মে, লড়ে জঙ্গ মোরাইকে তীর।
উঁচা রাখ্ আপনা শির,—
নেতাজী কী তস্‌বীর,—
গান্ধী-ব্রিগেড ব্যাঢ়, ইহা ঝাণ্ডা গ্যাঢ়,—
গান্ধীজী হ্যাঁয় হামারে মীর॥

আজাদ হিন্দুস্থান

আজাদ হিন্দুস্থান হামারে আজাদ হিন্দুস্থান।
আজ গাতে হ্যায় তেরা গুণগান
তেরী মিট্টি বহুত পিয়ারী হ্যায়,
তেরী আবহাওয়া মন্‌হারী হ্যায়,
একহি চাঁদ সুরুজ কী জ্যোতি মে
হোঁ হাম সব বল্‌বান।

হিন্দু-মুশ্লীম ভাই-ভাই,—
রহো সব এক জগা হী,—
বাঙ্গাল বিহার মে ফর্‌ক নেহী হ্যায়
হম ভারতবাসী সব্‌ সমান।
শুনো নেহরুজীকী বাত,—
শুনো গান্ধী মহারাজকী বাত—
ভাই ভাই মিলালো হাঁত,—
দুনিয়া কভী না লে সক্তি হ্যায়
ইয়েহি ভারতকা সম্মান॥

ডাণ্ডি-অভিযান

গান্ধীজী কি জয়়!
ওই চলে আগে আশ্রম-গুরু,
তীর্থযাত্রা হয়ে গেছে শুরু,
সোনালী রোদের ছায়া ঘন ভেদি
এ কি উচ্ছ্বাস বয়।
ডাণ্ডির পথে করে অভিযান
লবণ-শুল্কে করিতে আসান
উনআশি জন সত্যাগ্রহী
বিশ্বের বিস্ময়!
ভারতের প্রতি জন-গণ-মন
প্রণাম জানায়—অভিনন্দন;
ত্রিবর্ণ-ধ্বজ ঘরে ঘরে ওড়ে—
স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়॥

চরকার গান

চরকা আমার ঘোরে রে ভাই
    চরকা আমার ঘোরে,—
নবগ্রহের ঘূর্ণি তালে
    ঘর্ ঘর্ ঘর্ ক'রে।
চরকা মোদের অন্নদাতা,
দুঃখ-দৈন্য-পরিত্রাতা,
দরিদ্রেরি বন্ধু সে যে
    নিখিল ভুবন ভ'রে॥

চরকা আমার ঘোরে রে ভাই
    চরকা আমার ঘোরে—
খেই দিয়ে যাই, পাঁজ তুলে চাই
    হাতের লাটাই ধ'রে।
চরকা-কাটা স্থতোয় তুলি
যত্নে খাদির বস্ত্রগুলি,
নিজের লজ্জা নিজেই ঘোচাই
    যাই না কারোর দোরে॥

চরকা আমার ঘোরে রে ভাই
    চরকা আমার ঘোরে,—
চরকা-পাকেই ঘুরছে জগৎ
    আত্মবলের জোরে।
সুদর্শনের পুণ্য প্রতীক,
স্বাধীনতার জীবন্ত ঋক্,
চরকা বাঁধে প্রলয়দেবে
    রাঙা-রাখীর ডোরে॥

২

খেয়ালী

ওরে ও খেয়ালী,
তোর খেয়া ঘাটের খেয়াল-তরী
কোথায় ভিড়ালি ?
আকাশ ভ'রে পাল তুলে দাও ;
তীরবেগে আজ ছুটুক রে নাও ;
ওরে মন-মাঝি তোর বুকের মাঝে
জ্বলুক দীপালী।
আজ আকাশ ভুবন ছেয়ে ফেলুক
বাজুক ভূপালী।
কে জ্বালিছে সন্ধ্যা-প্রদীপ
কেয়াবনের ধারে
গোধূলির ওই রাঙা রেখা
সিঁথির সীমার পারে ;
আমায় পথ ভুলায় রে,—
আমার মন ভুলায় রে,
আজ কে বিছাল পথের মাঝে
আঁচল সোনালি ॥

সাঁওতালিয়া বউ

ওগো সাওতালিয়া বউ।
কিসের লাগি কুড়িয়ে বেড়াও
রাতের ঝরা মউ ?
(বলি কাহার তরে ?)
বসত তোমার কোন্ গাঁয়ে ?
কোন বনেরি কোন্ ছায়ে ?
হালকা হাওয়ায় পলকা তনু
জাগায় শতেক ঢেউ।
(মোর বুকের 'পরে।)
রসের ভিয়েন উপচে পড়ে—
গুনগুনিয়ে ভোমরা মরে,
আনমনা কার বাঁশীর সুরে
ডাকল বুঝি কেউ ?
(সে কি করুণ স্বরে।)
কালো কোকিল যায় যে ডেকে—
সময় নাহি বলছে হেঁকে ;
এই বেলা নে পান ক'রে তোর
বঁধুর মনের মউ।
(নে রে পরাণ-ভ'রে ॥)

মধুমাসে

তোমার দ্বারে এসেছি আজ
বাউল সাজিয়া,
অনুরাগের ঢেউয়ের দোলায়
দুলিছে হিয়া।
দোল্—দোল্—দোল্—
ও তোর মনের বাঁধন খোল্,
তালে তালে চরণ-নূপুর
উঠুক বাজিয়া।
কৃষ্ণচূড়ার ফুলের রেণু
অঙ্গে মেখে আজ,
চন্দনেরি তিলক প'রে
গৈরেকেরি সাজ
চল্ বাজাই বাঁশী বনে বনে
ফাগুনে ডাক দিয়া॥

চল্ খেলি হোরি, চল্ খেলি হোরি—
রঙ গুলে নে, রঙ গুলে নে
পিচকিরি ভরি।
লালে লাল ক'রে ধরা কুঙ্কুম আবীর ছড়া,
ওই আসে গোরী,
সারংয়ে তান তুলে, লটপট পড় ঢুলে,
গমকে চমক দিয়ে, বাজা পরজ টোড়ী।
ঘুরি ফিরি ঘিরি ঘিরি হাতে হাত ধরি॥

স্বপ্ন-লতা

হে মোর স্বপন-লতা।—
তুমি ঘুমের মাঝারে এসে
এই বুকের কোলটি ঘেঁষে,
কানে কি সুধা ঢালিয়া গেলে
আজি মধুর-মিলন-ব্রতা।

এ কি নিভৃতে নীরবে খেলা
মরি ভাসায়ে সোনার ভেলা—
আহা নূপুর-মুখর পায়ে
কেন জাগালে তন্দ্রাহতা?

হেথা এলায়ে আঁচলখানি
চুপে কি ফুল কুড়ালে রাণী?
গাঁথি কি মালা পরিলে কেশে?
বল না-বলা সকল কথা।

বঁধু পরাণ নিঙাড়ি মোরে
ফেলি' যেয়ো না বাউল ক'রে,
শোন কোকিল কুহরে বনে—
ফিরি দাঁড়াও নয়ন-নতা।

হের বকুল-বীথির 'পরে
নব অরুণ কিরণ ঝরে,
এস নিবিড় করিয়া বুকে
ওগো উদয়-অচল-গতা॥

অকুলের কূলে

কেমনে যাব সই কদমতলে ?
যমুনা যেতে মানা ননদী বলে।
কালোর কালো রূপে,
মজেছে মন চুপে,
মনেরে দেহ-কূপে বাঁধি কি ছলে ?
ব্যাকুল বেণু বাজে কামোদ সুরে,
তিমির হতে টানে আলোক-পুরে,
কাটিয়া সব বাধা,
ছুটিয়া যাবে রাধা,
পরাবে মালাখানি শ্যামের গলে।
নহেক কূলে ভাসা,
গোপনে ভালবাসা,
ডুবিবে নিয়ে আশা অকূল জলে॥

পাখী ডাকে

পাখী ডাকে, পাখী ডাকে—
কুহু কুহু পিউ পিউ
কারে ডাকে ?
আজি ভরা পূর্ণিমা রাতি,
চন্দ্রমা জাগে শেজ পাতি ;
গাছে গাছে ডালে ডালে
লতায় পাতায় হায়,
দুলায়ে ভুলায়ে ফাঁকে ফাঁকে।

ভেসে আসে বনফুলগন্ধ,
অন্তর হ'ল নির্দ্বন্দ্ব ;
ছন্দে ছন্দে ভরি গানে,
নিশীথের দ্বারে কর হানে,
চাহিয়া পূর্বাচলে,
জোছনায় ঢলঢলে,
কুসুম ফুটেছে শাখে শাখে ॥

সে

সে কি মোরে করে মনে
আমি যার লাগি ঘুরে মরি
গভীর গহন বনে।
আমার দূর গগনের চাঁদ,
সেথা পাতে কী মায়ার ফাঁদ ;
ফুল হয়ে ফুটি ঘিরিয়া কানন
তোষে কোন্ প্রিয়জনে।
কত বসন্ত এসে ফিরে যায়,
দখিনা বাতাস কেঁদে মূরছায়,
সোনার স্বপন ভেঙে ভেঙে যায়
কার নূপুরের রনরনে ॥

দখিণ হাওয়া

আমার হৃদয়-ভরা কালো
কে মুছালো, কে মুছালো ?
এ কি গো ফাগুন হাওয়া ?
এ কি গো ফুলের ছাওয়া ?
আজ অশোক-পলাশ-শিমুল-বনে
কে আগুন ছড়ালো।
ওই আমের মুকুলে
বসে ভ্রমর ভুলে,
আজ দখিণ হাওয়া কোন্ অজানার
পরশ বুলালো,
বেদন ভুলালো॥

২

ওই সবুজ বনের ধারে
কে আমারে ডাক দিয়ে যায়
আজকে বারে বারে।
ওই যে হোথা তরুলতা,
গোপন তাহার কী বারতা,
কইছে আমার কানে কানে—
কেমন চুপিসারে।
ওরে ঘরের মায়া টুটল এবার,
মন ছুটেছে মাঠের ও-পার,
সবুজ সুরে সুর মিলেছে
আমার প্রাণের তারে॥

মৌফুলী গজল

ভোমরা বঁধু, ভোমরা বঁধু,
দাও না জবাব মুখ তুলে,
যাচ্ছ উড়ে কোন্ ফুলে ?
মৌফুলে গো মৌফুলে।

আলগোছে পা ফেলবি সেথা
দলগুলো তার তুলতুলে,
মৌকোষে রস কুলকুলে,
ঠোঁট ছোঁয়াতেই চোখ ঢুলে।

ভোমরা বঁধু, ভোমরা বঁধু,
দাও না জবাব মুখ তুলে,
যাচ্ছ উড়ে কোন্ ফুলে ?
বলছি তো গো মৌফুলে।

সাধ মিটেছে আম-মুকুলে,
নয়নতারা ভাঁট-শিমুলে ?
তাই বুঝি এ হালকা বায়ে
প্রাণ হ'ল তোর চুলবুলে।

ভোমরা বঁধু, ভোমরা বঁধু,
দাও না জবাব মুখ তুলে,
যাচ্ছ উড়ে কোন্ ফুলে ?
বৌ-রূপী ওই মৌফুলে।

চৈতী আগেই চুমবে তারে,
ফুল-কুমারী সইতে নারে ;
দুই গালে তার রঙ ধরেছে
ঠুকরে দেবে বুলবুলে॥

ওগো এসেছে বরষা নিখিল সরসা
বিজলী বিহসি চমকে।
এ কি উচ্ছ্বাস মেঘ-ডম্বরে
অম্বরে ডিমি-ডমকে।
আজি এমন মধুর যামিনী
তোরা কেমনে গোঙাবি কামিনী?
হের তালীবন ঘন কাঁপিছে সঘন
রিম্ ঝিম্ ঝম্ ঝমকে।
আজি নূপুরনৃত্য ক্ষরণে,
এস চঞ্চল চল চরণে
এস যৌবন-লোল ঢরকি উছল
অঞ্চল ঝাঁপি ঠমকে।
ওগো এসেছে বরষা শ্যামল সরসা
মীড়-মূর্ছনা গমকে,
দারুণ দামিনী দমকে॥

২

ডাকে দেয়া, ডাকে দেয়া—
শ্যামল বনতল, উচ্ছল ছলছল
কাননে কাননে ফোটে কেয়া।
ঝিকি-মিকি ঝিকি-মিকি
চিকুর হানে,
পরাণ মেতেছে মোর পাগল গানে।
ওই শোন নদীপারে,
কে ডাকিছে বারে বারে
বন্ধ এখনি হবে খেয়া॥

৩

পারে নে চল্ ও ঘাটের নেয়ে।
ঈশান কোণে মেঘ জমেছে
আঁধার আসে ছেয়ে।
হালখানি তোর বাগিয়ে ধ'রে,
ভাসিয়ে দে না ঝিঁকের জোরে,
উজান-ভাটি কাটিয়ে রে চল্
পতর পতর বেয়ে।
মন যে আমার উধাও ছুটে,—
হাট-বেসাতির মোহ টুটে,
দিনের আলো ওই ফুরাল
পথের পানে চেয়ে॥

৪

চল্ চল্ চল্—
মন-মাঝি রে
হাল ধ'রে চল্।
আসুক আষাঢ়,
আসুক শাঙন,
এ-পার ও-পার
লাগুক ভাঙন,
ওরে লক্ষ্যহারা হব না ভাই
উঠলে নায়ে জল।
ভাসিয়ে দে নাও
ভাটির টানে,
আওড় জলে

ওরে ঝড় তুফানে,—
আঁধার যতই ঘনিয়ে আসুক
হব না বিকল।
বল্ মাঝি তুই
কোথায় যাবি ?
কোন্ ঘাটে তোর
নাও ভিড়াবি ?
আসছে ছুটে ভরা জোয়ার
করছে ছলছল॥

আমরা

বাংলার ছেলে মোরা চাই বল্ স্বাস্থ্য,
ভাঙব না কিছুতেই থাকব যে আস্ত।
হিংসা বা বিদ্বেষ করব না কাউকে,
বিশ্বের দরবারে যাব নাক' থাউকে।
কাউকেই ভাবব না পতিত বা ঘৃণ্য,
কেউ নয় ছোট-বড় কেউ নয় ভিন্ন।
শিক্ষায় দীক্ষায় হব মোরা শ্রেষ্ঠ,
শৌর্যে ও বীর্যে সবাকার জ্যেষ্ঠ।
সাহসের সঞ্চয়, শারীরিক চর্চা,
কুচকাজ, খেলাধূলা,—ইতিহাস, কর্চা,—
বিজ্ঞানশাস্ত্রও রীতিমত পড়ব,
পবিত্র সুন্দর চরিত্র গড়ব।
পল্লীর উন্নতি, পড়শীর দুঃখ,
চাষবাস বিস্তর, শিল্পও সূক্ষ্ম,

স্বার্থের সংঘাত করবই চূর্ণ,
আমাদের লক্ষ্যই হবে পরিপূর্ণ।
দলাদলি ঝগড়ার উচ্ছেদ করতে,
উৎশৃঙ্খলতার টুঁটি টিপে ধরতে,
পিছপাও কক্ষনো হব নাক' আমরা,
ভাঙব জাতিত্বের ছোট-বড় কামরা।
কিসের এ ভেদাভেদ ?—মুস্লিম। হিন্দু।
এক মা-র স্তন্যের অমৃতের বিন্দু—
পান ক'রে দুজনেরি দেহ-মন পুষ্ট।
দুই ঠাঁই করবে কে ?—কে রে সেই দুষ্ট ?
আমাদের ভাবনা আমরাই ভাবব,
যেইখানে ওঠে ঝড় সেইখানে থাকব।
আমরাই গড়ব গো নব নব সংঘ,
প্রীতি আর গীতি-ভরা অভিনব বঙ্গ।
বুক দিয়ে রক্ষাই করব এ দেশকে,
ভায়ে ভায়ে সম্প্রীতি আনবই শেষকে।
আমরা যে দুর্বল হ'লে দেশ ধ্বংস,
আমরা যে সূর্য ও চন্দ্রের বংশ॥

শ্রীশান্তি পাল

('গাঁয়ের মাটির গান' পাঠান্তে)

এক

খেলায় ধূলায় পাথারে সাঁতারে
চঞ্চল পায়ে হাতে।
চির-অশান্ত এঁটে উঠিত না
কেহই তোমার সাথে।
বলিষ্ঠ দেহ, বচন ঈষৎ কটু,
লম্ফে-ঝম্ফে ডুবিতে-ডুবাতে পটু,
তোমাকে শিষ্ট শান্ত করিল
সুর আর কবিতাতে।

গাঁয়ের মাটির গান গাও তুমি
গান গাও পরিপাটি,
গায়ে এসে লাগে মিঠে মেঠো হাওয়া
মাটির মানুষ খাঁটি।
ভাবগুলি তব রূপ পেতে চায়,
বেণুর কুঞ্জে, বটের ছায়ায়।
যূথী-পরিমল সনে তুমি দাও
বুকের সোহাগ বাটি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দুই

জানো তুমি গাঁয়ের সাথে আমার প্রাণের যোগ
ঘুচে না টান, রুচে না তাই শহুরে সুখ-ভোগ
দেহ থাকে এই শহরে প্রাণটা ঘুরে গাঁয়,
গেঁয়ো কবি ব'লে সবাই তাই করে বিদায়।
হঠাৎ তোমার গাঁয়ের মাটির গান
চমকে দিল, গাঁয়ের তরে প্রাণ করে আনচান।

মনে পড়ে গ্রাম্যজীবন শৈশব-দিনগুলি
তোমার ভাষায় ভাষণ ছিল, ভূষণ ছিল ধূলি।
পাঠশালাতে সাঙাৎ ছিল যারা
আজকে গাঁয়ের কামার-চাষী-কুমোর-তাঁতী তারা;
তোমার এ গান স্মরিয়ে দিল আজকে তাদের কথা,
এক বোঁটাতে ফুটিয়ে দিল আনন্দ আর ব্যথা—
আজ এ বরষাতে
কদম্বফুল অপরাজিতার সাথে।

শ্রীকালিদাস রায়

তিন

নগরবাসী বন্ধু, আমার জুড়িয়ে গেল কান
অনেক দিনের পরে শুনে গাঁয়ের মাটির গান।
স্বপনপুরীর রূপসায়রে ময়ূরপঙ্খী নায়ের 'পরে
অগ্নিপাটের শাড়ী প'রে যেই রূপসী যান—
অঙ্গে ঝরে চাঁপার রেণু, বাউরী বাতাস বাজায় বেণু;
তোমার দয়ায় তাহার পেনু চরণছায়ায় স্থান।
যে আনন্দ পেলাম তাহার নাইক পরিমাণ।
সাঁতার জানো বন্ধু, তুমি, ডুবসাঁতারে তাই
অচিন দেশে আসতে যেতে বাধা তোমার নাই।
ঝড় তুফানে আঁধার রাতে সুর বাজে যার তানপুরাতে,
সই থাকে যার সাথে সাথে আর কি তাহার চাই?
কামার-কুমোর-চাষীর ভিড়ে জোর করে যায় যাক না ভিড়ে,
সন্ধ্যাবেলায় ফিরবে নীড়ে সন্দেহ তায় নাই।
জাম-জারুলের বনের শিরে জ্যোৎস্না জাগে তাই।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

'গাঁয়ের মাটির গান' সম্পর্কে—

'যুগান্তর' (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫) বলেন :—"কবি শান্তি পাল অসামান্য কবি নন, যে অর্থে আধুনিক বিশেষণটি ব্যবহৃত হয় সে অর্থে আধুনিক কবিও নন, কিন্তু তিনি সুকবি এবং তাঁহার দৃষ্টি, অনুভূতি ও ভাষা সবই স্নিগ্ধ, সহজ, অনাড়ম্বর কবিত্বে অভিষিক্ত।"

'আনন্দবাজার' (২৮শে শ্রাবণ ১৩৬২) বলেন :—"বাংলা দেশের চাষী, কুমোর, মালাকর, মাঝি-ই··· এই দরদী কবির কলমে প্রেরণা দিয়েছে। আধুনিক মনন ও কল্পনার জটিলতায় অভ্যস্ত কাব্যপাঠকের কাছে এই লেখাগুলির স্বাদ যে অভিনব কিম্বা পুরাতনের পুনরাবির্ভাব-সূচক মনে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

'বসুমতী' (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫) বলেন :—"'গাঁয়ের মাটির গা কেবলমাত্র একখানি সার্থক কাব্যগ্রন্থই নয়, এর বক্তব্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য ···হুইট্‌ম্যান, বার্নস প্রভৃতি বিদেশী কবিদের সঙ্গে এঁর যে ে কবিতার তুলনা করা যায়।"

● কবির লেখা অন্যান্য বই ●

গাঁয়ের মাটির গান (কাব্য)

ছায়া (কাব্য)

পথচারী (কাব্য)

ছন্দবীণা (কাব্য)

খেয়াপারে (কাব্য)

অসি ও বাঁশী (কাব্য)

সন্তরণ-পরিচয়

সন্তরণ-বিজ্ঞান

সাঁতারুর গল্প

—যন্ত্রস্থ—

পল্লী-পাঁচালী (কাব্য)

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি